BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090028

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ

Tuhin Pal

Student, Email: tuhinpal553@gmail.com

Abstract:

সারসংক্ষেপ:

বিদ্যালয় হলো সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষার উপর, আর শিক্ষার মান নির্ভর করে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা, স্থানীয় শাসনের সহযোগিতা ও সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর। বিদ্যালয় শুধু শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের কেন্দ্রও বটে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিকল্পনা, সংগঠন, পরিচালনা ও মূল্যায়নের একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ — এই তিনটি স্তম্ভ শিক্ষার গণতন্ত্রায়ণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলে। একটি কার্যকর বিদ্যালয় কেবল শিক্ষক বা সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় না, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠে। যেখানে বিদ্যালয় হবে জনগণের বিদ্যালয়, শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি, এবং শিক্ষার্থী সমাজের ভবিষ্যৎ — সেই পরিবেশেই প্রকৃত শিক্ষা বিকাশ সম্ভব।

মূল শব্দ: *বিদ্যালয়, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন, গণতান্ত্রিকীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষা ব্যবস্থা,জাতীয় শিক্ষানীতি।*

ভূমিকা:

বিদ্যালয় হলো সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষার উপর, আর শিক্ষার মান নির্ভর করে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা, স্থানীয় শাসনের সহযোগিতা ও সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর। বিদ্যালয় শুধু শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের কেন্দ্রও বটে। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ছাড়াও স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের ভূমিকা অপরিহার্য। এই ত্রিমাত্রিক অংশীদারিত্ব শিক্ষার গণতান্ত্রিকীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ এবং মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা : ধারণা ও প্রেক্ষাপট

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিকল্পনা, সংগঠন, পরিচালনা ও মূল্যায়নের একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। এটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো—

- শিক্ষার মান উন্নয়ন,
- শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন,
- অবকাঠামোগত বিকাশ,
- আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা রক্ষা,
- অভিভাবক ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ভারতের জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP-2020) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় "Holistic and Multidisciplinary Approach" গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যালয়কে কেবল পাঠদান নয়, শিখন-প্রকল্প, নৈতিক বিকাশ, ও সমাজ-সংযুক্ত শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ:

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত—

1. **কেন্দ্রীয় স্তর (Central Level)** – জাতীয় শিক্ষা নীতি, পাঠক্রম ও মূল্যায়ন কাঠামো নির্ধারণ করে।
2. **রাজ্য স্তর (State Level)** – বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও বাজেট নির্ধারণ করে।
3. **স্থানীয় স্তর (Local Level)** – বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পরিচালনা, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রদায়িক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে।

এই স্থানীয় স্তরই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার হৃদয়, কারণ এখানেই শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও সমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে।

স্থানীয় শাসন : ভূমিকা ও গুরুত্ব

স্থানীয় শাসন বা Local Governance বলতে বোঝানো হয় এমন প্রশাসনিক কাঠামো যা স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ভারতের সংবিধানের ৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধনের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত ও নগর নিগমকে শিক্ষা-সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

স্থানীয় শাসনের শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা:

1. **বিদ্যালয় গঠন ও পরিচালনা:** স্থানীয় প্রশাসন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিল্ডিং সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে।

2. **শিক্ষক নিয়োগ ও উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ:** স্থানীয় শিক্ষা কমিটি শিক্ষকদের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করে।

3. **বাজেট ও তহবিল ব্যবস্থাপনা:** বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থের ব্যবহার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়।

4. **ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ও ড্রপআউট রোধ:** স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অভিভাবক সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

5. **স্থানীয় পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংযোজন:** স্থানীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জীবিকা সম্পর্কিত বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ : শিক্ষা বিকাশের প্রাণশক্তি

বিদ্যালয় কেবল শিক্ষক-শিক্ষার্থী নয়, অভিভাবক, সমাজ ও প্রশাসনেরও একটি মিলনক্ষেত্র। সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ মানে হলো স্থানীয় জনগণ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করা — সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অর্থনৈতিক সহায়তা, পরামর্শদান ও পর্যবেক্ষণ।

সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের রূপসমূহ:

1. **অভিভাবক-শিক্ষক সভা (PTA):** অভিভাবকরা তাদের সন্তানের অগ্রগতি ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন এবং মতামত দেন।

2. **বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC):** RTE Act, 2009 অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে SMC গঠনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেখানে অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

3. **শিক্ষা উৎসব ও স্থানীয় উদযাপন:** বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে সমাজের অংশগ্রহণ ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

4. **অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত সহায়তা:** স্থানীয় ব্যবসায়ী বা সংগঠন বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে আর্থিক সহযোগিতা করে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন ও সম্প্রদায়ের সম্পর্কের আন্তঃনির্ভরতা:

এই তিনটি উপাদান একে অপরের পরিপূরক।

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা শিক্ষার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে,
- স্থানীয় শাসন প্রশাসনিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে,
- সম্প্রদায় সেই কাঠামোকে জীবন্ত ও বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলে।

এই আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণমূলক শাসন (Participatory Governance) গড়ে ওঠে। এর ফলে—

- শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়,
- বিদ্যালয়ের প্রতি জনগণের দায়বদ্ধতা বাড়ে,

- প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়,
- শিশুদের বিদ্যালয়মুখীতা বৃদ্ধি পায়।

চ্যালেঞ্জসমূহ:

যদিও এই ধারণা অত্যন্ত কার্যকর, তবু বাস্তবায়নের পথে কিছু সমস্যা বিদ্যমান:

1. **অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ:** অনেক SMC সদস্য ও স্থানীয় প্রতিনিধি শিক্ষানীতির বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা রাখেন না।
2. **রাজনৈতিক প্রভাব:** বিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলীয় প্রভাব প্রায়ই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।
3. **অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা:** গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়গুলো পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে পারে না।
4. **সম্প্রদায়ের অনাগ্রহ:** অনেক সময় অভিভাবক ও সমাজ বিদ্যালয় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে চান না।
5. **সমন্বয়ের অভাব:** শিক্ষক, প্রশাসন ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগের অভাব শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রতিবন্ধক।

সমাধান ও প্রস্তাবনা:

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে—

1. **শিক্ষা নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ:** SMC সদস্য, প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের প্রশাসনিক ও নীতিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।
2. **স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা:** বাজেট ব্যবস্থাপনা, উপস্থিতি রেকর্ড ও ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কাজ স্বচ্ছভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরা উচিত।
3. **সম্প্রদায় সচেতনতা বৃদ্ধি:** শিক্ষার সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো।
4. **প্রযুক্তির ব্যবহার:** বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার (School ERP, attendance apps, online PTA) শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে পারে।
5. **নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ:** বিদ্যালয় কমিটিতে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপসংহার:

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ — এই তিনটি স্তম্ভ শিক্ষার গণতন্ত্রায়ণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলে। একটি কার্যকর বিদ্যালয় কেবল শিক্ষক বা সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় না, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠে। যেখানে বিদ্যালয় হবে জনগণের বিদ্যালয়, শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি, এবং শিক্ষার্থী সমাজের ভবিষ্যৎ — সেই পরিবেশেই প্রকৃত শিক্ষা বিকাশ সম্ভব।

উৎস:

1. **Right to Education Act (RTE), 2009** – Government of India.
2. **National Education Policy (NEP), 2020** – Ministry of Education, India.
3. **UNESCO (2015): Education 2030 Framework for Action.**
4. **West Bengal School Education Department Reports (2022–2024).**
5. **Rao, V.K. (2011): School Management and Administration. APH Publishing.**
6. **Govinda, R. (2003): Community Participation and Empowerment in Primary Education. National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA).**
7. **NCERT (2021): School Leadership and Management Manual.**

Citation: Pal. T., (2025) "বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.